



125897 - যবে ব্যক্তিশেষে তাশাহুদ না পড়বে সালাম ফরিয়ী ফলেছে

প্রশ্ন

যবে ব্যক্তিশেষে তাশাহুদরে জন্য বসছেন; কনিতু তাশাহুদ উচ্চারণ করতে ভুলে গছেন— তার হুকুম কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

শেষে তাশাহুদ পড়া ও এর জন্য বসা নামায়ের দুটো রুকন; এ দুটো ব্যতীত নামায় সহি হবে না।

"যাদুল মুসতাকনি" গ্রন্থে নামায়ের রুকনসমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে: "শেষে তাশাহুদ ও এর জন্য বসা"।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেন: "শেষে তাশাহুদ হচ্ছে— নামায়ের দশম রুকন। এর দলিল হচ্ছে— আব্দুল্লাহ বনি মাসউদ (রাঃ) এর হাদিস তিনি বলেন: আমাদের উপর তাশাহুদ ফরয করার আগে আমরা বলতাম: **السلام على الله من عباده،** **السلام على جبرائيل وميكائيل، السلام على فلان وفلان** (বান্দাদের পক্ষ থেকে আল্লাহর প্রতি সালাম। জব্রাইল ও মিকাইলের প্রতি সালাম এবং অমুক ও অমুকের প্রতি সালাম)। [দারাকুতনী সহি সনদে বর্ণনা করছেন] এ হাদিসের দলিলযোগ্য অংশ হচ্ছে "আমাদের উপর তাশাহুদ ফরয করার আগে"।

যদি কটে বলে: আমাদের অভিমতকে প্রত্যাখ্যান করছে— প্রথম তাশাহুদ। যহেতু প্রথম তাশাহুদও তাশাহুদ; অথচ তা সত্ববেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম তাশাহুদ ছড়ে দিয়েছিলেন এবং সাহু সজেদার মাধ্যমে এ ভুলকে শোধরানোর চেষ্টা করছেন। এটা তো ওয়াজবি আমলরে হুকুম। তাই শেষে তাশাহুদরে বধিানও কানুরূপ হবে না?

জবাব হচ্ছে: না। মূল বধিান হচ্ছে দুটো তাশাহুদই ফরয। এই বধিান থেকে প্রথম তাশাহুদ সুন্নাহর দলিলেরে ভিত্তিতে বেরিয়ে গেলে। যহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাশাহুদ ছড়ে দিয়েছিলেন তখন তিনি সাহু সজেদার মাধ্যমে সটোর ক্ষতপূরণ করছেন। অতএব, শেষে তাশাহুদ এর মূল বধিান রুকন হিসেবে ফরয হওয়ার উপর অটুট থাকল।

"এর জন্য বসা" এটি নামায়ের একাদশ রুকন। অর্থাৎ তাশাহুদরে জন্য শেষে বঠেক রুকন। ধরে নহি কটে একজন সজেদা থেকে সোজা দাঁড়িয়ে গেলে এবং দাঁড়িয়ে তাশাহুদ পড়ল—এভাবে জায়বে হবে না। যহেতু সবে ব্যক্তিশেষে নামায়ের একটা রুকন



ছড়ে দয়িছে। সটো হল বঠেক। তাকে অবশ্যই বসতে হবে এবং তাশাহুদটি অবশ্যই বসে পাঠ করতে হবে। যহেতে তিনি বলছেন: "এর জন্য বসা" এ কথা মাধ্যমে তিনি বঠেককে তাশাহুদরে সাথে সম্বন্ধতি করছেন এ কথা বুঝানোর জন্য য়ে, তাশাহুদ অবশ্যই একই বঠেকে হতে হবে।[আল-শারহুল মুমতি (৩/৩০৯) থেকে সমাপ্ত]

দুই:

যে ব্যক্তি নামায়ের কোন একটি রুকন আদায় করতে ভুলে গেছে তার উপর অনবির্ষ হল সটো আদায় করা; নচেং তার নামায় শুদ্ধ হবে না।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: "আরকানগুলোও ওয়াজবি (আবশ্যকীয়) এবং ওয়াজবিগুলোর চয়েে রুকনসমূহ অধিক তাগদিপূর্ণ। তবে রুকনগুলো ওয়াজবিগুলোর চয়েে এদকি থেকে আলাদা য়ে, ভুলে গেলে রুকনগুলো মওকুফ হয় না; অথচ ওয়াজবিগুলো মওকুফ হয়ে যায় এবং সাহু সজেদা দয়ের মাধ্যমে ওয়াজবি বাদ পড়ার ক্ষতিপূর্ণ করা যায়। কনিতু রুকনগুলো এর বপির্ীত। তাই ভুলবশতঃ কোন রুকন ছুটে গেলে সটো আদায় করা ছাড়া নামায় সহহি হয় না।"

তনি আরও বলেন: "সাহু সজেদার মাধ্যমে রুকনগুলোর ক্ষতিপূর্ণ না হওয়ার দললি হল: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন য়োহর বা আসররে নামায়ের দুই রাকাত পড়ে সালাম ফরিয়ে ফলেলনে তখন তিনি নামায়ের অবশ্যিটাংশ আদায় করে নামায় সম্পূর্ণ করলনে এবং সাহু সজেদা দলিনে। এতে করে প্রমাণতি হল য়ে, ভুলে গেলেও রুকনগুলো মওকুফ হয় না। বরং সগুলো সম্পন্ন করতে হয়।"[আল-শারহুল মুমতি (৩/৩১৫, ৩২৩)]

অতএব, য়ে ব্যক্তি শিষে তাশাহুদ না পড়ে সালাম ফরিয়ে ফলেছেন যদ বিশেি বলিম্ব না হয় তাহলে তিনি পুনরায় নামায়ে ফরিয়ে য়াবনে এবং বসে তাশাহুদ পড়ে তারপর সালাম ফরীবনে। এরপর সাহু সজেদা দবিনে। এরপর পুনরায় সালাম ফরীবনে। আর যদ বিশেি দরীে হয়ে যায় তাহলে গটো নামায় পুনরায় পড়বনে।

আল্লাহই সর্ববজ্ঞঃ।